এ পথেই আলো জ্বেলে

রমা ঘোষ

মহান্ পথিকেরা যখন মানুষকে ভালবেসে মানুষেরই জন্য কোন এক নতুন ও সুন্দর জীবনের পথ খুঁজতে শুরু করেন তখন কি তাঁরা জানেন তাঁদের জীবনভোর পথসন্ধানকে ভাবীকাল 'মতবাদ'—এর গন্ডী—ঘেরা খাঁচায় ভরে ফেলবেন—তখন মতবাদীদের রক্ষণাবেক্ষণেই তা পুষ্ট—ক্লিষ্ট—বা বিশ্লিষ্ট হবে, কিন্তু মুক্ত জীবন সত্য থাকবে না অর। সম্ভবত: এই রকম কোনো সম্ভাবনাতেই শঙ্কিত স্বয়ং মার্ক্স একদা বলেছিলেন, 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমি একজন মার্ক্সবাদী নই।'

তবু মাক্স—এর ইতিহাসনিরীক্ষা ও ভবিষ্যকথন থেকে একটা মতবাদ আহরণ করা যেতে পারে যদি রাজনৈতিক মতবাদ বলতে আকাঙ্খিত ভাবী সমাজের সুনির্দিষ্ট চিত্র ও সেখানে পৌঁছানর সুস্পষ্ট পদ্ধতিনির্দেশ বোঝায় (যদিও পরবর্তী দিনে দেশ—বিদেশে বিস্তর দল সবাই 'মার্ক্সবাদী' বলে আত্ম—পরিচয় দিয়েও মত ও পথের প্রশ্নে পরস্পরের সংগে যুধ্যমান এবং সবাই নিজেকে যথার্থ মার্ক্সবাদী বলে বিশ্বাস করা ও করানোর প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত)।

লক্ষ্যণীয়, 'গান্ধীবাদ'কে কেন্দ্র করে এমন কোনো প্রবল প্রতিযোগিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ গান্ধীজী আজীবন রাজনীতিকে স্পর্শ করে থাকলেও তাঁর জীবননিরীক্ষা থেকে যা বেরিয়ে আসে তা কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়। 'আমার জীবন সত্যের পরীক্ষানিরীক্ষার সমন্বয় মাত্র।" তিনি বলেছিলেন—এবং জীবন সত্যের পরীক্ষানিরীক্ষার সমন্বয় মাত্র।" তিনি বলেছিলেন —এবং এই পরীক্ষার ফলশ্রুতি, স্বাভাবিকভাবেই, কিছু দেশকালোত্তীর্ণ মানবিক ও নৈতিক আদর্শ, যার মধ্যে প্রায়োগিক রাজনীতির সুস্পষ্ট ব্যবহার্যতা আশা করা বৃথা। কারণ, এগুলি কোন মতবাদ নয়, —এ এক অদ্ভুত অশ্চর্য মানুষের জীবনদর্শন। এ প্রশ্নে গান্ধীজী নিজেই কোনো দ্বিধার অবকাশ রেখে যাননি: ''গান্ধীবাদ বলে কোন মতবাদ নেই এবং আমার মৃত্যুর পর ঐ নামে কোন সম্প্রদায় থাকবে, তা আমি চাই না। কোনো নতুন নীতি বা মতবাদ আবিষ্কার করেছি—এ দাবী আমি করি না। আমার নিজস্ব উপায়ে দৈনন্দিন জীবনে এবং বিবিধ সমস্যায় আমি শ্বাশত সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র। পৃথিবীকে নতুন করে শেখাবার মত আমার কিছু নেই। সত্য এবং অহিংসা আদিম পর্বতের মতই পুরাতন। যতদূর সম্ভব বিস্তৃতভাবে আমি এই দুটি সত্যের প্রয়োগ করেছি মাত্র।"

যে কোনো জীবনদর্শনই সেই বিশেষ জীবন থেকে আলাদা করে দেখলে দুর্বোধ্য—দুরধিগম। গান্ধীজীর ক্ষেত্রে এই দুরধিগম্যতা আরও বেশী। তাঁর আপাত সহজ ভঙ্গীতে তিনি এমন কিছু অপ্রত্যাশিত অপরিচিত কথা বলে গেছেন যা তাঁর সমসময় বোঝেনি। এখনও স্বীকৃত নয়। জীবদ্দশায় এবং মরণোত্তর সার্বিক শ্রদ্ধার অর্ঘ পায়ে নিয়েও তাই গান্ধীজী কিন্তু এক নি:সঙ্গ—কিন্তু আত্মবিশ্বাসী এবং প্রসন্ন, যদিও প্রসন্নতার আবরণের নীচে অতল বিষাদ শান্ত হয়ে আছে।

''তিনি তাঁর সময়ের দুশো বছর আগে এসে পড়েছেন" —তাঁর কোনো ভক্তের উক্তি নয়, —ব্রিটিশ ভারতের এক আইরিশ প্রশাসকের কথা। কিন্তু সত্য। গান্ধীজী শ্রদ্ধিত হলেও তাঁর জীবনদর্শন দেশে —বিদেশে কোথাও সমাজজীবনে/রাজনীতিতে আজও স্বীকৃত নয়, যদিও স্বীকার্য এ কথা কেউ অস্বীকার করেন না, তবুও। কচিৎ কোথাও কোনো ব্যক্তি হয়ত একক জীবনে গ্রহণ করেছেন—তাঁরা দুর্লভ ব্যতিক্রম মাত্র।

গান্ধীজীর যাত্রাবিন্দু একটি—তা হল সত্য ও অহিংসা, —এবং এটিই তাঁর গন্তব্যবিন্দু। গান্ধীজীর নিজের ভাষাতেই যা নতুন কিছু নয়, বরং হিমালয়ের মত প্রাচীন ও শাশ্বত। তত্ত্বগতভাবে এই দুই মূল নীতির মহিমা কেউ অস্বীকার করবেন না, না ব্যক্তি—না প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বাস্তবে সত্যের প্রতি সর্বদা অনুরক্ত থাকতে হলে কঠিন সাহস দরকার— শুধু যে কোনো বিপদ বা পরিণতি মেনে নেবার সাহস নয়, যেকোনো স্বার্থ—বিবেচনা বিসর্জন দেবার মত সাহসও অপরিহার্য। আজকের বিপুল জটিল সমাজে যেখানে ব্যক্তি একটি নগণ্য এবং অসহায় একক মাত্র সেখানে ব্যক্তির পক্ষে সামাজিক, রাষ্ট্রিক যাবতীয় বিরাট জটিল যন্ত্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজে যা সত্য মনে করে তার অনুসরণ করে যাওয়া নি:সন্দেহে অসাধারণ বীরত্বের কাজ। আজকে যখন পৃথিবীর প্রতিটি দেশে সে সমাজ—তান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক বা অন্য যে কোন পথেরই পথিক হোক না কেন— এশটাবলিশমেন্ট ক্রমেই মহাপরাক্রান্ত, —বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে এশটাবলিশমেন্ট ক্রমেই আরও প্রবল ও অপ্রতিহত সেখানে ব্যক্তি—মানুষের পক্ষে আপোষহীন সত্যানুসরণ যেন ক্রমেই অসম্ভব মনে হচ্ছে।

অথচ গান্ধীজীর জীবন দর্শনের মূল ভিত্তিও একক মানুষ—মানুষ নিজে যদি ব্যক্তি হিসেবে সৎ না হয়, সম্পূর্ণ না হয়, সমাজের কোন অগ্রগতি সম্ভব নয়। কোন প্রতিষ্ঠান দিয়ে, বাইরে থেকে কোনো ব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়ে সমাজের মঙ্গল করা যায় না—গান্ধীজীর শেষ জোর তাই ব্যক্তি চিত্তের পূর্ণ বিকাশ ও শুদ্ধিতে। অন্য কোনো আপাত সহজতর পন্থা তাঁর কাছে কাছে অর্থহীন ও নিষ্ফল। হয়তো সেজন্যই তাঁর স্বপ্নের আদর্শ সমাজে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নেই; রাজনীতি সমাজনীতি সব দিক দিয়েই সে সমাজ এক বিকেন্দ্রিত সমাজ।

মার্ক্স —ও কি এমনই কোন মুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিনে যখন তিনি গান্ধীজীর সম্পূর্ণ বিপরীত মত মাড়িয়ে এসেও শেষ পর্যন্ত ছবি এঁকেছিলেন এমন এক ভাবী সমাজের যেখানে রাষ্ট্রযন্ত্র শুকিয়ে ঝরে পড়ছে? তবু— ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক কোনো দেশেই রাষ্ট্রযন্ত্র আজ পর্যন্ত শুকিয়ে ঝরে পড়েনি। ''সোভিয়েত গুলির হাতে সব ক্ষমতা আনব'' এই ধ্বনি তুলে একদা লেনিন জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন; পরবর্তী দিনের শাসকদের হাতে সেই সব সোভিয়েত বাধ্যতামূলকভাবে বশংবদ অসহায় ক্রীড়নক। ক্ষমতা ছড়ায়নি সেখানে। বরং ক্ষমতার পিরামিড তৈরী হয়েছে যার চূড়া ক্রমেই আকাশমুখী।

মনীষীরা বারবার মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন— পথনির্দেশ করেছেন। কারণ তাঁদের কাছে শেষ পর্যন্ত মানুষই সত্য? তবু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দেবার দুর্দিন পৃথিবীতে আজও শেষ হয়নি।

হয়ত এ ''পথেই আলো জ্বেলে পথিবীর ক্রমমুক্তি হবে।'' কিন্তু ''সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ।''